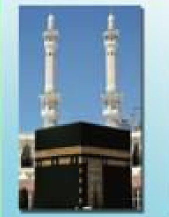

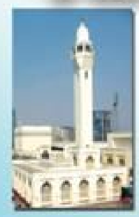

بسم الله الرحمن الرحيم

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) ১৪৪২ হিজরি

বিশেষ ক্রোড়পত্র

ইসলামিক ফাউন্ডেশন
[প্রতিষ্ঠাতা: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা

বাণী

১৪ কার্তিক ১৪২৭
৩০ অক্টোবর ২০২০

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ) উপলক্ষে আমি বিশ্ববাসীসহ মুসলিম উম্মাহ'কে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জন্ম ও ওফাতের স্মৃতি বিজড়িত পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ) বিশ্বব্যাপী বিশেষত মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত পবিত্র ও মহিমান্বিত দিন। মহান আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে 'রহমাতুল্লিল আলামীন' তথা সমগ্র বিশ্বজগতের রহমত হিসেবে প্রেরণ করেন। দুনিয়ায় তাঁর আগমন ঘটেছিল 'সিরাজাম মুনিরা' তথা আলোকোজ্জ্বল প্রদীপরূপে। তৎকালীন আরব সমাজের অন্যায়, অবিচার, অসত্য ও অন্ধকারের বিপরীতে তিনি মানুষকে আলোর পথ দেখান এবং প্রতিষ্ঠা করেন সত্য, সুন্দর ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা। আল্লাহর প্রতি অতুলনীয় আনুগত্য, অগাধ প্রেম ও ভালোবাসা, অনুপম চারিত্রিক গুণাবলী, অপরিমেয় দয়া ও মহৎ গুণের জন্য তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হিসেবে অভিষিক্ত। এ জন্য পবিত্র কুরআনে তাঁর জীবনকে বলা হয়েছে 'উসওয়াতুন হাসানাহ' অর্থাৎ সুন্দরতম আদর্শ।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সর্বশেষ মহাগ্রন্থ পবিত্র কোরআন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপর অবতীর্ণ করে জগতে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেন। নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও অসীম ধৈর্য্য, কঠোর পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও সীমাহীন ত্যাগের মাধ্যমে তিনি শান্তির ধর্ম ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেন এবং সারাবিশ্বে এ মহামন্ত্রের মর্মার্থ ছড়িয়ে দেন। তিনি সাম্য ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি নারীর মর্যাদা ও অধিকার, শ্রমের মর্যাদা, মনিবের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে স্পষ্ট ভাষায় দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। বিদায় হজ্বের ভাষণ মানবজাতির জন্য চিরকালীন দিশারী হয়ে থাকবে।

বিশ্বের ইতিহাসে সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান 'মদীনা সনদ' ছিল মহানবী (সাঃ) এর বিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার প্রকৃষ্ট দলিল। এ দলিলে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সর্বস্তরের জনগণের ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সার্বজনীন ঘোষণা রয়েছে। ধর্মীয় ও পার্থিব জীবনে তাঁর শিক্ষা সমগ্র মানব জাতির জন্য অনুসরণীয়। মহানবী (সাঃ)-এর জীবনাদর্শ আমাদের সকলের জীবনকে আলোকিত করুক, আমাদের চলার পথের পাথেয় হোক, মহান আল্লাহর কাছে এ প্রার্থনা করি। মহান আল্লাহ আমাদেরকে মহানবী (সাঃ)-এর সুমহান আদর্শ যথাযথভাবে অনুসরণের মাধ্যমে দেশ, জাতি ও মানবতার কল্যাণে কাজ করার তৌফিক দিন। আমীন।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

পরিপূর্ণ এক মহামানব হযরত মুহাম্মদ (সা)

আল্লামা ফরীদ উদ্দীন মাসঊদ

খরা তাতপ্রায় উত্তপ্ত বিশুষ্ক মরুভূমির মার্তণ্ড উত্তাপে হারিয়ে যাওয়া জনপদের এই সময়ে সারা পৃথিবীর প্রাণকে নিয়ে, রাব্বুল আলামীনের রহমত বিন্দু নিয়ে রাহমাতুল্লিল আলামীনের আবির্ভাব হলো রহমত বৃষ্টির মুষলধারায় মানবতার অত্যুচ্চ শিখর শীর্ষে।

বিশ্ব মানবতার জীবন্ত প্রতীক হয়ে এলেন এক পরিপূর্ণ মানুষ, সর্বকালের, সর্বস্থানের, সব বর্ণের, সব ক্ষেত্রে, সর্ববিষয়ে, সব নারী-পুরুষ, আবালবৃদ্ধবণিতার পরিপূর্ণ আদর্শ হয়ে 'উসওয়াতুন হাসানা'র রূপ ধরে। আঙ্গিক সৌষ্ঠব এবং অন্তর্জগীণ গুণ মাহাত্ম্য, কোথাও কোনো ত্রুটি ছিল না তাঁর। সর্বদিক দিয়ে নিখুঁত পরিপূর্ণ এক সত্তা। নবুওয়াত ও রিসালাতের পূর্ণতা প্রাপ্তি হয় তাঁরই জীবনে, আল্লাহর দীন পূর্ণতা পায় এখানেই। সব নেয়ামতের পরিপূর্ণতা লাভ হয় তাঁরই মাধ্যমে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টির পরিপূর্ণতা হয় তাঁরই জীবনাদর্শে। তিনিই ছিলেন নবুওয়াতের ধারার সর্বশেষ সত্তা: খাতামুন্নাবিয়ীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

একটা নাক কি হলে নিখুঁত হয়, তাই ছিল তাঁর নাসিকা মুবারক। একটা চোখ কি হলে নিখুঁত সুষমামণ্ডিত হয় তাই ছিল তাঁর আঁখিদ্বয়। নিখুঁত কপোল, ত্রুটিহীন ললাট, পরিপূর্ণ চেহারা অবয়ব। পবিত্রানন, গ্রীবা, বক্ষদেশ, বাহু ও হস্তযুগল, অঙ্গুলী সমাহার, নয়ন মনোহর, পৃষ্ঠদেশ, কদম মুবারক, মাথা ও মাথার চুল এমন কি গায়ের লোমগুলোও ছিল একান্ত নিখুঁত। এত সুন্দর ও নিখুঁত অঙ্গ সৌষ্ঠব দিয়ে আল্লাহ পাক আর কাউকে বানাননি মর্তভূমে।

এমন গায়রঙের মনোহারিত্ব, চিক্কন কোমল চর্ম মাধুরী, পায়ের নখ পর্যন্ত ছিল তাঁর তুলনাহীন সৌন্দর্যের আধার। একটি গায়ের লোমের কাঁপন নিতেও পৃথিবী অক্ষম। চক্ষুও তা পুরোপুরি ধারণে অপারগ। বাগাড়ম্বরতা অথবা শব্দিমতা সেখানে পারঙ্গমতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে শক্তি রহিত।

একজন মানুষের যতটুকু উচ্চতা হলে তা হবে পরিপূর্ণ, ততটুকু উচ্চতা ছিল তাঁর শরীরের। তাঁর অনুপম দন্তবিন্যাসের বর্ণনাও তো অসম্ভব। ফটিক স্বচ্ছ শুভ্রতা মুক্তাদানার প্রতিফ আলোয় সিক্ত হয়ে ঝলমলে মুক্তা ঝরাতো যখন, সে স্মিত হাসির তুলনা কি হতে পারে কখনো! তা তো ছিল দর্শনের, অনুভবের। না না, অনুভবও সেখানে অপারগতার লজ্জায় মুহ্যমান।

কী আজীব! লোমসমূহের বিকেশও তো ছিল অঙ্গে অঙ্গে পরিমার্জিত। বাহুমূল হতে বক্ষবিলায়ী রেখে নাভিমূল পর্যন্ত যে লোমসমূহ ছিল সেখানে যেমনটি দরকার তেমনই। কোনো বাহুল্য কোন কমতির ত্রুটি ছিল না কোথাও। কি বিকিরণ হবে লম্বাত্বের সেই সুষমার! এমনি পদ-নখসমূহের সৌন্দর্য ও গঠন পরিপূর্ণতার তুলনা কেউ আদৌ তো দেখি আদম (আ) থেকে নিয়ে ইউসুফ (আ)-এর কাল পেরিয়ে কেয়ামত তক ইনসানী পর্যন্ত। না, নেই, তুলনারহিত সর্বত্র।

তেমনি ভেতরের অন্তঃস্থল, হৃদয়, ফুসফুস, কিডনি, সবই ছিল নিখুঁততার নিদর্শন, যেমনটি হওয়ার সেই তেমনটিই।

মানবীয় গুণাবলীর ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন ত্রুটিহীন ও পরিপূর্ণ। তাঁর উদারতা, সহিষ্ণুতা, সাহসিকতা, বিনয়-নম্রতা, বীরত্ব, দানশীলতা, ধৈর্য্য, স্থৈর্য, গাম্ভীর্য, শালীনতা, শীলতা, মানববোধ, উপলব্ধির প্রগাঢ়তা, বিজ্ঞতা, বিবেকবোধ, সুবিবেচনাশক্তি, আত্মমর্যাদাবোধ, নিষ্ঠা, ন্যায়পরায়ণতা, পারঙ্গমতা, সক্ষম নেতৃত্বগুণ, ব্যক্তিত্ব, প্রজ্ঞা, সচেতনতা, অনুশীলনের গভীরতা, মমত্ববোধ, সহানুভূতি, দায়িত্ব সচেতনতা, যথোচিত তৎপরতা, ক্ষমাপরায়ণতা, মানবতাবোধ, অসাম্প্রদায়িকতা, ওয়াদা-অঙ্গীকার পালন, সেবাপরায়ণতা, আত্মত্যাগ, পরার্থপরতা, আমানতদারী, বিশ্বস্ততা, সততা, পরিবার-পরিজনদের প্রতি সহৃদয়তা, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা ও সুদৃঢ়করণ, দৃঢ়তা, বাৎসল্যবোধ, প্রেমপরায়ণতা, ভদ্রতা, কোমলতা, দার্ঢ্য, রসবোধ, প্রসন্নতা, রুচিবোধ, কবিত্ববোধ, রসপ্রিয়তা, পরিমিতিবোধ, সৌন্দর্যবোধ, শিল্পবোধ, স্ব সচেতনতা, শৃঙ্খলাপরায়ণতা, বিপন্নের আর্তরবে সাড়া প্রদান, কারো বিপদে-আপদে এগিয়ে আসা, অন্যের বিপদ নিজ স্কন্ধে তুলে নেয়া, প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকার রক্ষা করা, অসীম মানসিক ও শারীরিক শক্তি-সামর্থ্য, প্রেম সংবরণে বিপুল পারঙ্গমতা, সদা প্রফুল্লতা, নিয়মানুবর্তিতা মোটকথা মানবচরিত্রের যেকোনো প্রেক্ষিতেই হোক না কেন, সর্বক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন পরম পরিপূর্ণতার অধিকারী এক পরিপূর্ণ মহামানব।

ইবাদত, সালাত, কিয়াম, হজ্জ সব ইবাদতের ক্ষেত্রেও ছিলেন তিনি পরিপূর্ণতায় তুলনাহীন। তাঁর মত সিজদা কেউ দিতে পারেনি কখনো। তাঁর কিয়াম, তাঁর রুকু, তাঁর তাসবীহ, তাঁর তাশাহ্হুদ, তাঁর সালাম কিছুতেই কোন অপরিপূর্ণতা নেই। এমনিভাবে তাঁর সিয়ামের মতো আর পৃথিবীর কারো সিয়াম পরিপূর্ণতায় অভিষিক্ত নয়। তাঁর হজ্জ পরিপূর্ণতায় অতুলনীয়। তাঁর দ্বীন ও জীবন ব্যবস্থাও ছিল ত্রুটিহীন ও পরিপূর্ণ।

সমরাঙ্গনেও ছিলেন তিনি মানবতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তীব্র শত্রুর সম্মুখে পর্যন্ত মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন। তৎকালীন রীতি অনুযায়ী নাক, কান কেটে বিকৃত করে লাঞ্ছিত করেননি তাদের দুশমনকেও। উনিশটির বেশি সমরে নিজে শরীক হয়েছেন। সবসময় অগ্রভাগে থেকেছেন নিজে।

তিনি এলেন, হযরত আদম (আ)-এর দু'আ কবুলের ফলশ্রুতি হয়ে, তিনি এলেন হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রার্থনার বাস্তবতা হয়ে, লাখো নবী ও রাসূলের সুসংবাদের ফসল হয়ে। হযরত মুসা (আ) যাঁর নবুওয়াত প্রাপ্তির স্থান হিসেবে ফারান (মক্কার একটি পাহাড়) বলে চিহ্নিত করেন, যাবাকুরুক অতুল দশ- গৌরব কীর্তন করে ফারান-এর পবিত্র পুরুষ নামে আখ্যায়িত করেছিলেন যাঁকে, হযরত সুলাইমান যাঁকে সখা, প্রেয়াস্পদ ও প্রিয়তম বলে আহ্বান করেছেন, হযরত ঈসা (আ) যাকে জগতের অধিপতি বলে অভিহিত করেছেন, ইয়াসয়া (আ) যাঁর বাসস্থান আরব বলে নির্দেশ করেছেন, উপনিষদে যাকে মামহ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, তিনি সেই অদ্বিতীয় মহা পুরুষ দশ সহস্র সাধুর অধিনায়ক, যাঁর আবির্ভাবে জগতের অবস্থা ও মানবের চিন্তাস্রোতে এক অভিনব মঙ্গলময় পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। তাঁর আবির্ভাব-কাল থেকে যে সভ্যতা ও জ্ঞানরশ্মি পৃথিবীকে অলংকৃত করে আসছে তার বিরাট সৌধের ভিত্তিপত্তন হয়েছিল তাঁরই হাতে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ তাআলা সাত আসমান সৃষ্টি করে এর সর্বোচ্চ স্তরকে গ্রহণ করেছেন এবং সৃষ্টির যাদের ইচ্ছে তাদের সেথায় তিনি আবাদ করেছেন, এরপর তিনি সব কিছু সৃষ্টি করে বনু আদমকে শ্রেষ্ঠ হিসেবে মনোনীত করেছেন, আদম সন্তানদের মাঝে আরবদের তিনি শ্রেষ্ঠ হিসেবে মনোনীত করেছেন, আরবদের মাঝে তিনি মুদার গোত্রকে মনোনীত করেছেন, মুদারদের মাঝে কুরাইশদের, কুরাইশদের মাঝে বনু হাশিমকে আর বনু হাশিমের মাঝে আমাকে শ্রেষ্ঠ হিসেবে মনোনীত করেছেন। আমি সর্বোৎকৃষ্ট জনপদের সর্বোৎকৃষ্টদের মাঝে সর্বোৎকৃষ্ট সত্তা। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

লেখক: প্রধান ইমাম, শোলাকিয়া ঈদগাহ

প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৪ কার্তিক ১৪২৭
৩০ অক্টোবর ২০২০

বাণী

বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদ (সা.)- এর আগমন ও ওফাতের পবিত্র স্মৃতি বিজড়িত ১২ রবিউল আউয়াল উপলক্ষে আমি বিশ্বের মুসলিম উম্মাহ্ ও দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

মহান আল্লাহ আমাদের প্রিয়নবী (সা.) কে এ পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন, 'রাহমাতুল্লিল আ'লামিন' তথা সারা জাহানের জন্য রহমত হিসেবে। পাপাচার, অত্যাচার, মিথ্যা, কুসংস্কার ও সংঘাত জর্জরিত পৃথিবীতে তিনি মানবতার মুক্তিদাতা ও ত্রাণকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। অন্ধকার যুগের অবসান ঘটিয়ে সত্যের আলো জ্বালিয়েছিলেন। তিনি বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা, ন্যায় ও সাম্যভিত্তিক সমাজ গঠন এবং মানব কল্যাণে নিয়োজিত করে বিশ্বে শান্তির সুবাতাস বইয়ে দিয়েছিলেন।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মহানবী (সা.)- এর সুমহান আদর্শ অনুসরণের মধ্যেই মুসলমানদের অফুরন্ত কল্যাণ, সফলতা ও শান্তি নিহিত রয়েছে। করোনা মহামারীসহ আজকের দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় বিশ্বে প্রিয়নবী (সা.)- এর অনুপম শিক্ষার অনুসরণ ও ইবাদতের মাধ্যমেই বিশ্বের শান্তি, ন্যায় এবং কল্যাণ নিশ্চিত হতে পারে।

আমি এই পবিত্র দিনে দেশ, জাতি ও মুসলিম উম্মাহ্ তথা বিশ্ববাসীর শান্তি ও মঙ্গল কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সচিব
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শুভেচ্ছা বার্তা

১৪ কার্তিক ১৪২৭
৩০ অক্টোবর ২০২০

মানবতার মুক্তির দিশারী বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্ম ও ওফাতের দিন পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) বিশ্ববাসীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্ব ও তাৎপর্যপূর্ণ দিবস। এ ধরাধামে প্রিয় নবী (সা.)-এর আবির্ভাব বিশ্ব মানবতার জন্য পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলার অসীম রহমত।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে 'সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী', সৃষ্টিজগতের জন্য রহমত' ও 'সর্বোত্তম আদর্শ' উল্লেখ করে সকলের জন্য অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় হিসেবে ঘোষণা করেছেন। মহানবী (সা.) মানবজাতির জন্য পরমতসহিষ্ণুতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, শান্তি, সাম্য, ন্যায়বিচার ও কল্যাণের শাশ্বত জীবনাদর্শ রেখে গেছেন। মহানবী (সা.)- এর অনুপম জীবনাদর্শ অনুসরণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজের দুর্নীতি, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, সহিংসতা, হানাহানি, নৈরাজ্য ও অস্থিরতা দূরীভূত করে একটি শান্তিপূর্ণ, কল্যাণমুখী, সমৃদ্ধশালী ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব।

ইসলাম প্রচার প্রসারের লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন রাসূলুল্লাহ (সা.)- এর শিক্ষা ও জীবনাদর্শ সঠিকভাবে তুলে ধরার প্রয়াসে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উদযাপন উপলক্ষে জনগণের পক্ষকালব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন, স্মরণিকা প্রকাশ এবং জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশের উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে ইসলামিক ফাউন্ডেশন আয়োজিত পক্ষকালব্যাপী অনুষ্ঠানমালা সাফল্যমণ্ডিত হোক-এই কামনা করছি।

আল্লাহ হাফেজ
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ নূরুল ইসলাম পিএইচডি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

মহাপরিচালকের কথা

১৪ কার্তিক ১৪২৭
৩০ অক্টোবর ২০২০

মানবজাতির সর্বোত্তম আদর্শ মানবতার মুক্তির দিশারী, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) এর জন্ম ও ওফাতের দিন- পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) ১৪৪২ হিজরি উদযাপনের এই শুভক্ষণে আমি মহান আল্লাহর দরবারে অসংখ্য অগণিত শুকরিয়া আদায় করছি। সেই সাথে অযুত নিযুত দরুদ ও সালাম পেশ করছি সাইয়্যেদুল মুরসালীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন, নবীকুল শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ (সা) এর শানে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) কে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন বিশ্বশান্তি, মানবতা ও কল্যাণের পথ প্রদর্শনের জন্য। তাঁর আবির্ভাব বিশ্ব মানবতার জন্য পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলার অসীম রহমত। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে হযরত মুহাম্মদ (সা) কে 'রহমাতুল্লিল আলামীন' ও 'উসওয়াতুন হাসানা' বলে উল্লেখ করেছেন। দুনিয়ার বুকে নবীজীর আগমন ঘটেছিল 'সিরাজাম মুনীরা' রূপে। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন, 'নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের জীবনে রয়েছে উত্তম আদর্শ (সূরা আহযাব, আয়াত ২১)। কুরআনুল কারীমে আরো ইরশাদ হয়েছে, 'আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য করুণার আধার হিসেবে প্রেরণ করেছি' (সূরা আম্বিয়া, আয়াত ১০৭)। আজকের অশান্ত ও দ্বন্দ্ব সংঘাতমুখর বিশ্বে রাসূলে করীম (সা) এর অনুপম জীবনাদর্শ বাস্তবায়নের মাধ্যমেই বিশ্বশান্তি, সাম্য ও মানবতার মুক্তি নিশ্চিত হতে পারে। মহানবী (সা) এর আদর্শ অনুসরণের মাঝেই নিহিত রয়েছে মানবজাতির অফুরান কল্যাণ ও নিরঙ্কুশ সফলতা।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ২৭ এপ্রিল বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদে রাষ্ট্রীয়ভাবে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) উদযাপনের শুভ সূচনা করেন। এরই ধারাবাহিকতায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন যথাযোগ্য মর্যাদায় পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) উদযাপন করে আসছে।

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) ১৪৪২ হিজরি উদযাপনের লক্ষ্যে বিগত বছরগুলোর ন্যায় এবারো পক্ষকালব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়েছে। তবে কোভিড-১৯ সংক্রমণ পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ ও সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করে জনসমাগম সীমিত রেখে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনলাইনে অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানমালার মধ্যে রয়েছে- পক্ষকালব্যাপী ওয়াজ মাহফিল, হামদ-না'ত মাহফিল, ক্বিরাআত মাহফিল, গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সমাধি কমপ্লেক্সে পবিত্র কুরআনখানি ও দোয়া মাহফিল, বাংলাদেশ বেতারের সাথে যৌথ প্রযোজনায় মহানবী (সা.) এর জীবন ও কর্মের ওপর সপ্তাহব্যাপী সেমিনার, অনলাইনে ইসলামী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও আরবিতে খুতবা লিখন প্রতিযোগিতা, স্মরণিকা ও ক্রোড়পত্র প্রকাশ এবং রাসূল (সা) এর শানে স্বরচিত কবিতা পাঠের আসর ইত্যাদি। এছাড়া ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সকল বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়, ৫০টি ইসলামিক মিশন ও ৭টি ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমিতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) ১৪৪২ হিজরি উপলক্ষে আয়োজিত আমাদের সকল কর্মসূচি সফল ও কবুল করুন। প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) এর সর্বোত্তম জীবনাদর্শের অনুসরণ-অনুকরণ এবং তাঁর অনুপম গুণাবলিতে গুণান্বিত হয়ে শান্তিময়, সুখময় ও কল্যাণময় জীবনযাপনের তৌফিক দিন। আমীন!

আনিস মাহমুদ

রাষ্ট্রীয়ভাবে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) উদযাপন এবং ইসলামের খেদমতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবদান

মোহাম্মদ মহীউদ্দিন মজুমদার

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ২৭ এপ্রিল বৃহস্পতিবার বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) মাহফিল উদ্বোধনের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে সর্বপ্রথম রাষ্ট্রীয়ভাবে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) উদযাপনের শুভ সূচনা করেন। পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) মাহফিলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, আল্লাহ শুধু মুসলমানের নন- তিনি বিশ্বমানবের। আল্লাহ রাব্বুল মুসলেমিন নন- আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। বঙ্গবন্ধু আরো বলেন, ধর্মনিরপেক্ষতার মানে ধর্মহীনতা নয়। ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হচ্ছে আপনি প্রাণভরে আপনার ধর্ম কর্ম করুন আর অন্যকে তার ধর্ম পালন করতে দিন। আওয়ামীলীগের প্রবীণ নেতা মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ উক্ত সীরাতুন্নবী (সা) মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন। মাহফিলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, ঘৃণা নয়, বিদ্বেষ নয়, অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি কোনোরূপ বিরূপ মনোভাব নয়, সবাই মিলে সুখে-সম্প্রীতিতে বাস করে সোনার বাংলাকে একটি আদর্শ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে হবে (সূত্র: দৈনিক বাংলা, ২৯ এপ্রিল ১৯৭২)।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক রাষ্ট্রীয়ভাবে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) উদযাপনের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্য পরিবেশে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) উদযাপিত হচ্ছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতি বছরে ১২ রবিউল আউয়াল উপলক্ষে পক্ষকালব্যাপী নানা অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয়ভাবে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) উদযাপন করে আসছে।

ইসলামের খেদমতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যেমন রাষ্ট্রীয়ভাবে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) উদযাপনের সূচনা করেন, তেমন তাঁর সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে তিনি ইসলামের খেদমতে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

১) ইসলাম প্রচার প্রসারের লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা।
২) হজ্ব পালনের জন্য সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা।
৩) সমুদ্রপথে হজযাত্রীদের হজ পালনের জন্য 'হিজবুল বাহার' জাহাজ ক্রয়।
৪) বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনের অনুষ্ঠানের শুরু ও শেষে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের ব্যবস্থা।
৫) পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা), শবে কদর ও শবে বরাত উপলক্ষে সরকারি ছুটি ঘোষণা।
৬) মদ, জুয়া, হাউজি ও অসামাজিক কার্যকলাপ এবং ঘৌড়দৌড় প্রতিযোগিতা নিষিদ্ধকরণ।
৭) বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড পুনর্গঠন।
৮) বিশ্ব ইজতেমার জন্য টঙ্গিতে সরকারি জায়গা বরাদ্দ প্রদান।
৯) কাকরাইলের মারকাজ মসজিদ সম্প্রসারণের জন্য জমি বরাদ্দ প্রদান।
১০) সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রথম তাবলিগ জামাত প্রেরণের ব্যবস্থা
১১) আরব-ইসরাইল যুদ্ধে আরব বিশ্বের পক্ষ সমর্থন ও সাহায্য প্রেরণ।
১২) ওআইসি সম্মেলনে যোগদান ও মুসলিম বিশ্বের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন।

ইসলামের খেদমতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবদান

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইসলামের খেদমতে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ইসলামের খেদমতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবদানের কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় ১টি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন।
- কওমি মাদ্রাসার দাওরায়ে হাদিস (তাকমিল) এর সনদকে মাস্টার্স ডিগ্রির (ইসলামিক স্টাডিজ ও আরবি) সমমান প্রদান।
- ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।
- পবিত্র কুরআনুল কারীম ডিজিটালাইজেশন।
- বিরাজমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে ইমাম-মুয়াজ্জিনদের জন্য দেশের সকল মসজিদে ৫ হাজার টাকা হারে আর্থিক অনুদান প্রদান।
- করোনাকালীন সময়ে কওমি মাদ্রাসার আয়ের পথ রুদ্ধ হওয়ায় দেশের ১৩ হাজার ৯৪৪ টি কওমি মাদ্রাসায় ৮ কোটি ৬৩ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান।
- হজ ব্যবস্থাপনাকে আধুনিক, দুর্নীতিমুক্ত ও প্রযুক্তিনির্ভর কার্যক্রমের ওপর দাঁড় করানোর লক্ষ্যে ই-হজ ব্যবস্থাপনা চালু, জাতীয় হজ ও উমরা নীতি প্রণয়নসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে আল্লাহর মেহমানদের সর্বোচ্চ সুযোগ সুবিধা নিশ্চিতকরণ।
- বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের সৌন্দর্যবর্ধিতকরণ ও সম্প্রসারণ।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দাওয়াতে পবিত্র মসজিদুল হারাম ও মসজিদে নববীর ইমাম ও খতীবের বাংলাদেশে আগমন।
- মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৮০ হাজার আলেম-ওলামার কর্মসংস্থানের সুব্যবস্থা।
- বার্ধক্যজনিত কারণে কর্মে অক্ষম ও অসহায় ইমাম-মুয়াজ্জিনদের কল্যাণে 'ইমাম-মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট' গঠন।
- ৭টি ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমীর মাধ্যমে প্রায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার ইমামকে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান।
- মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে ২১ লক্ষ ৬১ হাজার ৮৭১ কপি পবিত্র কুরআনুল করীম বিতরণ।
- জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ। জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে বাংলাদেশ রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃতি।
- দুস্থ ও অসহায় রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবার লক্ষ্যে কালকাহিতে ৩১ শয্যাবিশিষ্ট ইসলামিক মিশন হাসপাতাল নির্মাণ।
- মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলার উত্তর রমজানপুর এবং ময়মনসিংহ সদর উপজেলার সিরতায় ৫০ শয্যাবিশিষ্ট ইসলামিক মিশন হাসপাতাল কমপ্লেক্স নির্মাণাধীন।
- ১০০০টি বেসরকারি মাদ্রাসায় একাডেমিক ভবন নির্মাণ ও ৮০ টি মাদ্রাসায় অনার্স কোর্স চালু।
- অসহায়, দুস্থ ও গরীব রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা প্রদানের লক্ষ্যে ১৮টি নতুন ইসলামিক মিশন কেন্দ্র স্থাপন।
- বাংলাদেশের মসজিদগুলোকে মসজিদে নববীর আদর্শে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ৬১০০ টি মসজিদ পাঠাগার প্রতিষ্ঠা।
- চট্টগ্রামের জমিয়তুল ফালাহ মসজিদ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুকূলে ন্যস্তকরণ।
- করোনাকালীন সময়ে ইমাম মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে ট্রাস্টিভুক্ত ৭ হাজার ৭৪৩ জন ইমাম-মুয়াজ্জিনকে জনপ্রতি ৫ হাজার টাকা হারে ৩ কোটি ৮৭ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা প্রদান।

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) ১৪৪২ হিজরি উদযাপনের এই মুহূর্তে আমরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি। নবী প্রেম ও ইসলামের খেদমতে তিনি যে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন তার বিনিময়ে মহান আল্লাহ তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সা) এর শাফায়াত নসীব করুন এবং জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা দান করুন। সেই সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যিনি ইসলামের খেদমতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন সেজন্য মহান আল্লাহ তাঁকে সুস্বাস্থ্য ও নেক হায়াত দান করুন। আমীন।

লেখক: পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন